পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৬৪তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ২২/০২/২০১০ ও ২৫/০২/২০১০ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ শাহজাহান-এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৬৪-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **দি ডেল্টা কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, গোবিন্দবাড়ী, কাশিমপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রতিবেদনে উল্লিখিত গৃহীত মিটিগেশন মেজার্স, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং ও গার্মেন্টস তৈরী করার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

চ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. **থার্মেক্স ইয়ার্ণ ডাইং লিঃ, কারারদি, থানাঃ শিবপুর, নরসিংদী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ণ ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিশ্লেষিত ফলাফল ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ণ ডাইং করার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

চ) তরলবর্জ্য পরিশোধনের পর সৃষ্ট স্লাজ নিজ চত্বরে কমপক্ষে ৬ মাস ধারণ করার পর শুষ্ক-মৌসুমে তা পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে। এছাড়া কারখানার তরলবর্জ্য নির্গমন ইটিপি এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যতীত কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবেনা ।

ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষনিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **মেসার্স শ্রাবণী এন্ড সম্পা অটো রাইস মিল, সাং- জামালগঞ্জ, উপজেলাঃ জামালগঞ্জ, জেলাঃ সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ধান ভাঙ্গানো ও চারকোল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ মিলে ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এ'ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় ধান সিদ্ধ করার জন্য কোন বয়লার ব্যবহার করা যাবে না।

গ) মিলের উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঘ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ধান হতে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে এবং Fugitive বায়বীয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) এ কারখানার শ্রমিক/ কর্মচারীদর সর্বদা নোজ মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
জ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. **মেসার্স হক অটো রাইস মিল, সাং- লাকেশ্বর বাজার, উপজেলাঃ ছাতক, সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিনি অটো রাইস মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
ক) এ মিলে ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এ'ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) এ কারখানায় ধান সিদ্ধ করার জন্য কোন বয়লার ব্যবহার করা যাবে না।
গ) মিলের উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ঘ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঙ) ধান হতে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে এবং Fugitive বায়বীয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
ছ) এ কারখানার শ্রমিক/ কর্মচারীদর সর্বদা নোজ মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
জ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. **এ সি আই এরোসল প্ল্যান্ট, গ্রামঃ গজারিয়া, ডাকঃ ভাওয়াল রাজবাড়ী, থানাঃ শ্রীপুর, গাজীপুর** শল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সি এফ সি মুক্ত এরোসল তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং ছাড়পত্র বিয়য়ক কমিটির সদস্য কর্তৃক পরিদর্শন সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র সি এফ সি মুক্ত এরোসল তৈরী করার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্ট বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা
গ) স্থাপিত ইটিপিসহ ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) ও বায়বীয় বর্জ্যের গুনগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।
ঙ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
চ) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
ছ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্টি আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
জ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **দি রাণী রি-রোলিং মিলস (স্টিল মিলস ইউনিট), রোড-২১,প্লট-৩১, কদমতলী শি/এ, ডেমরা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম ঃ রি-রোলিং ও ইংগট, রড,এঙ্গেল, ফ্ল্যাট বার ইত্যাদি প্রস্তুত করা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি ফরম্যাট, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ ও ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির পরিদর্শন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র আয়রন স্ক্র্যাপ থেকে ইনগট, রড, এঙ্গেল, ফ্ল্যাট বার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা কন্টেইনার, স্ক্র্যাপ কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা।

গ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানায় স্থাপিত fume extruction system এবং চিমনী কার্যকারীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ক্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে

ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুর্পার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

জ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ঞ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

৭. **মেসার্স হাজী হিফজুর রহমান এন্ড সন্স (অটো রাইস মিল), দিরাই বাজার, কর্ণগাঁও, থানাঃ দিরাই, সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ধান সিদ্ধ করা ও ধান ভাঙ্গানো)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ মিলে ধান সিদ্ধ করা ও ধান ভাঙ্গানোর জন্য এ'ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) মিলের উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

গ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) বয়লার থেকে সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য নিঃসরণের জন্য চিমনী কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। বয়লার পরিদর্শকের নিকট হতে বয়লার-সার্টিফিকেট-এর কপি বিভাগীয় দপ্তরে দাখিল করতে হবে। বয়লারে ব্যবহৃত পানি কখনই গরম অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; যথাসম্ভব সেটলিং ট্যাংক এর মাধ্যমে সেটেল করার পর কুলিং ট্যাংকের মাধ্যমে ঠান্ডা করে নির্গমন বা পুনঃ ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) ধান হতে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে এবং Fugitive বায়বীয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) এ কারখানার শ্রমিক/ কর্মচারীদর সর্বদা নোজ মাক্স পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

জ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. মেসার্স লিজা স্টোন ক্রাসার, সাং- পাড়ুয়া, ডাকঃ পাড়ুয়া বাজার, থানাঃ কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টোন ক্রাশার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র স্টোন ক্রাসিং-এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) পাথর ক্রাসিং ডাষ্টমুক্ত করার জন্য প্রথমেই পাথর পানি স্প্রে করে ভিজাতে হবে। পাথর গুড়া (Crushing) করার সময় এবং ক্রাসড পাথর ভাইব্রেটিং স্ক্রিনে সেপারেশনের সময় স্ক্রিনে অনবরত পানি স্প্রে করতে হবে।

গ) ক্রাসিং মিলের ব্যবহৃত পানি সরাসরি জলাশয় কিংবা জমিতে নির্গমন করা যাবেনা। সেটেলিং ট্যাংকের মাধ্যমে পানি থেকে বালি/পাথর পৃথক করে উক্ত পানি পুনব্যবহার করতে হবে।

ঘ) ক্রাসিং মিলের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাথর কণা ও বালি পুনব্যবহার করতে হবে।

ঙ) ক্রাসিং মিল চত্ত্বরে যানবাহন পাকিং, পাথর লোডিং-আনলোডিং, surface runoff ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্ট ভূমিক্ষয় রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমিক্ষয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) বনভূমি বা অন্য কোন সরকারী ভূমিতে স্টোন ক্রাসিং মিলের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক হার্ড হ্যালমেট, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঝ) মিল চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (SPM) এবং শব্দের মানমাত্রা -এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। ।

৯. মেসার্স জিপি স্টোন ক্রাসার, সাং- উত্তর কলাবাড়ী, ডাকঃ দয়ার বাজার, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্টোন ক্রাশার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র স্টোন ক্রাসিং-এর জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) পাথর ক্রাসিং ডাষ্টমুক্ত করার জন্য প্রথমেই পাথর পানি স্প্রে করে ভিজাতে হবে। পাথর গুড়া (Crushing) করার সময় এবং ক্রাসড পাথর ভাইব্রেটিং স্ক্রিনে সেপারেশনের সময় স্ক্রিনে অনবরত পানি স্প্রে করতে হবে।

গ) ক্রাসিং মিলের ব্যবহৃত পানি সরাসরি জলাশয় কিংবা জমিতে নির্গমন করা যাবেনা। সেটেলিং ট্যাংকের মাধ্যমে পানি থেকে বালি/পাথর পৃথক করে উক্ত পানি পুনব্যবহার করতে হবে।

ঘ) ক্রাসিং মিলের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাথর কণা ও বালি পুনব্যবহার করতে হবে।

ঙ) ক্রাসিং মিল চত্ত্বরে যানবাহন পাকিং, পাথর লোডিং-আনলোডিং, surface runoff ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্ট ভূমিক্ষয় রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমিক্ষয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ছ) বনভূমি বা অন্য কোন সরকারী ভূমিতে স্টোন ক্রাসিং মিলের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবেনা।

জ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক হার্ড হ্যালমেট, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঝ) মিল চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (SPM) এবং শব্দের মানমাত্রা -এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। ।

১০. **তাজ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, পবহাটি সড়ক, পবহাটি, ঝিনাইদহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিংক সালফেট/ দস্তা সার তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, চেকলিষ্ট, সাইট ম্যাপ, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র হেপ্টহাইড্রেড জিংক সালফেট/ দস্তা সার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঘ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে ।

ঙ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

চ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টার প্রদর্শন করতে হবে।

ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

ঝ) কারখায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঞ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটেলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে ।

ট) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালূ রাখতে হবে

ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরর Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠঅন ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিত্রয় করা যাবেনা ।

ড) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ত) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

থ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

দ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ধ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **টি এম টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস লিঃ, কাশর, হবির বাড়ী, থানাঃ ভালুকা, ময়মনসিংহ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ওগার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও ইআইএ পর্যালোচনা প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) প্রকল্পটি পরিচালনার ফলে সৃষ্ট তরল ও বায়বীয় বর্জ্য এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কারখানার উৎপাদন শুরু করা যাবে না ।

২. **গ্রীণ লাইফ হসপিটাল লিঃ, ৩২ গ্রীণ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২১৫**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে ইআইএ উপস্থাপনা এবং প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে।
খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
গ) প্রকল্পটি পরিচালনার ফলে সৃষ্ট তরল ও বায়বীয় বর্জ্য এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
ঘ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না ।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ-এর কার্যপরিধি অনুমোদন

১. **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, [বা পা উ বো], ৮৪ রাজা বরদা কান্ত রোড, চাঁচড়া, যশোর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ স্লুইস গেট মেরামত ও নির্মান, খাল ও নিস্কাশন ড্রেন খনন, বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাবিত ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. **Proposed 400 KV Grid Interconnection Projection between Eastern part of India (Baharampur,West Bengal) and Western part of Bangladesh, (Bheramara,Kushtia) and Associated Substations, Power Grid Company of Bangladesh, আই ই বি ভবন, ৩য় ও ৪র্থ তলা, রমনা, ঢাকা-১০০০** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ)ঃ ইআইএ প্রণয়নের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত TOR সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং এর ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে এগুলো ইআইএতে অন্তর্ভুক্ত করার শর্তে TOR অনুমোদনের সুপারিশ গৃহীত হয় । এ বিষয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরিত হবে।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **বে-ক্রিয়েশন লিমিটেড, কর্ণগোপ, রুপসী, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই, বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত সাইট লোকেশান ম্যাপ, প্রকল্পের অবস্থান, দাখিলকৃত ইটিপি-এর নক্সা, কারখানার লে-আউট প্লান ও ড্রেনেজ সিস্টেমের নক্সা ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ লাইনসহ আইইইতে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
খ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইনসহ ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
   i. তরল বর্জ্য সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব দূরীকরণের জন্য যে সকল মিটিগেশন মের্জাস নেয়া হবে তার যৌক্তিকতা ও বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণ;
   ii. যে দেশ থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হবে তার নাম; ইটিপি-এর যন্ত্রাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা এবং না থাকলে তার যৌক্তিকতা;
   iii. রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিস্তারিত Manufacturing Process এর বিবরণ;
      ❖ পানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালসমূহের Mass Balance হিসাব;
      ❖ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমান, বিক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রকৃতি;
      ❖ পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তরল বর্জ্যের গুণগত মান (pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, SS, Fe ইত্যাদি)।
      ❖ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত স্কেলে ইটিপি'র ডিজাইন, ডাইমেনশন ও সেকশন এলিভেশনসহ বিশদ নকশা ও বাস্তবায়নের সময়সূচী;
      ❖ পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ক্যালকুলেশন/স্লাজের পরিমান ও চূড়ান্ত ডিসপোজাল সিস্টেমের বিস্তারিত বিবরণ;
      ❖ তরল বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারণ স্থানের পানির গুণগত মান ও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্রের বিবরণ;
      ❖ ইটিপি অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং ইটিপি এর পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও বিকল্প পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;
      ❖ ইটিপি-এর প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সাথে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে নূন্যতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ঝ) প্রকল্প চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) ক-ঝ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন এবং কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

২. **সুলতান জেনারেল হাসপাতাল, বোর্ড বাজার, জয়দেবপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৬০ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিববর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে । পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত TOR -এর ভিত্তিত্বে ইআইএ সম্পাদন করতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত হাসপাতালের Infectious, Non- Infectious, Sharp metal, Plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) সূচ, সিরিঞ্জ, টেষ্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য, জীবানুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ এবং প্লাস্টিক টুকরা করার জন্য স্রেডিং মেশিন এবং সূচ কাঁটার জন্য Cutter সংগ্রহ করতে হবে

ঙ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবানুমুক্ত করণ এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ভবে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চ) Body parts, tissue ইত্যাদি বস্তু কবরস্থানে পুতে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ঝ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদির প্রস্তাবনা অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

ট) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উম্মুক্ত জায়গায় জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।

ঠ) ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।

ড) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ঢ) 'ক' -'ড'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

৩. **সাউদার্ন নিটওয়্যার লিঃ, হিজলহাটি,বারই পাড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই, বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত সাইট লোকেশান ম্যাপ, প্রকল্পের অবস্থান, দাখিলকৃত ইটিপি-এর নক্সা, কারখানার লে-আউট প্লান ও ড্রেনেজ সিস্টেমের নক্সা ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ লাইনসহ আইইইতে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইনসহ ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

i. তরল বর্জ্য সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব দূরীকরণের জন্য যে সকল মিটিগেশন মের্জাস নেয়া হবে তার যৌক্তিকতা ও বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণ;

ii. যে দেশ থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হবে তার নাম; ইটিপি-এর যন্ত্রাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা এবং না থাকলে তার যৌক্তিকতা;

iii. রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিস্তারিত Manufacturing Process এর বিবরণ;

- ❖ পানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালসমূহের Mass Balance হিসাব;
- ❖ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমান, বিক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রকৃতি;
- ❖ পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তরল বর্জ্যের গুণগত মান (pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, SS, Fe ইত্যাদি)।
- ❖ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত স্কেলে ইটিপি'র ডিজাইন, ডাইমেনশন ও সেকশন এলিভেশনসহ বিশদ নকশা ও বাস্তবায়নের সময়সূচী;
- ❖ পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ক্যালকুলেশন/স্লাজের পরিমান ও চূড়ান্ত ডিসপোজাল সিস্টেমের বিস্তারিত বিবরণ;
- ❖ তরল বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারণ স্থানের পানির গুণগত মান ও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্রের বিবরণ;
- ❖ ইটিপি অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং ইটিপি এর পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও বিকল্প পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;
- ❖ ইটিপি-এর প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সাথে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে নূন্যতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ঝ) প্রকল্প চত্ত্বরের নূ্যনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) ক-ঝ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন এবং কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

ঙ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **এ সি আই ফরমুলেশন লিঃ, (মশার কয়েল ইউনিট), গ্রামঃ গজারিয়া, থানাঃ শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, EMP প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং ছাড়পত্র বিয়য়ক কমিটির সদস্য কর্তৃক পরিদর্শন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) বিদ্যমান ইটিপির প্রয়োজনীয় সংস্কার/আধুনিকায়ন করতে হবে।

খ) ড্রেনেজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করতে হবে।

গ) অকুপেশনাল হেলথ সেফটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যন্ড গ্লাভস ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ক-গ পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **সানটেক এনার্জি লিঃ, প্লট-৩৬/এ, ৩৭/এ বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেট**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারি সংযোজন)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, EMP প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং ২৬২ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রেরিত উদ্যেক্তার জবাব সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে উদ্যোক্তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী (২৬২ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রেরিত) প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রামে অসংগতির বিষয়ে উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩. **সুরমা টাওয়ার (১৪ তলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন), সুরমা, পয়েন্ট, ভিআইপি রোড, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বহুতল ভবন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং ২৩৮ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রেরিত উদ্যোক্তার জবাব সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ তথ্যাদি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) নির্মাণাধীন ভবনটির কতটুকু সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ) ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের গাঁয়ে সংশ্লিষ্ট বি এস সি ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যায়ন থাকতে হবে য়ে, ভবনটি তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এবং প্রণীত নকশা অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্মিত হচ্ছে।

গ) ক-খ তে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৪. **ঠিকানা টাওয়ার (১১ তলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন),নয়া সড়ক, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বহুতল ভবন নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং ২৪১তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ তথ্যাদি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) নির্মাণাধীন ভবনটির কতটুকু সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ) ভবনের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের গাঁয়ে সংশ্লিষ্ট বি এস সি ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যায়ন থাকতে হবে য়ে, ভবনটি তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এবং প্রণীত নকশা অনুযায়ী যথাযথভাবে নির্মিত হচ্ছে।

গ) ক-খ তে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **নোকন লিঃ, সিংগারদি, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর**(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেস্টিসাইড ও ফাংগিসাইড ফরমুলেসন ও রি-প্যাকিং)ঃ বিগত ৩১/১২/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৫৮ তম সভায় প্রকল্পটির অনুকূলে পেস্টিসাইড ও ফাংগিসাইড রি-প্যাকিং হিসেবে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে উদ্যেক্তার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, প্রকল্পটিতে রি-প্যাকিং এবং ফরমুলেশন দুটোই করা হবে এবং সেভাবেই তারা বিভাগীয় দপ্তরে আবেদন দখিল করেছে। কিন্তু ভুলবশতঃ বিভাগীয় দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনে শুধু রি-প্যাকিং এর কথা উল্লেখ থাকায় এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক গৃহীত মিটিগেশন মেজার্স যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায় সদর দপ্তরের ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি শুধু রি-প্যাকিং এর জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ করে। উদ্যোক্তা পুনরায় রি-প্যাকিং এবং ফরমুলেশনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের আবেদন জানালে বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক তার সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক নথিটি ছাড়পত্র বিষযক কমিটিতে প্রেরণ করে। কমিটি উদ্যোক্তা কর্তৃক গৃহীত মিটিগেশন মেজার্স রি-প্যাকিং এর জন্য যথাযথ হলেও ফরমুলেশনের জন্য তা যথোপযুক্ত নয় মর্মে অভিমত প্রকাশ করে এবং নিম্নরূপ মিটিগেশন মেজার্স অন্তর্ভূক্তকরণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

ক) প্রকল্পের সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য যথোপযুক্ত ইটিপি স্থাপন করতে হবে।

খ) যথাযথ ডেনেজ সিস্টেম থাকতে হবে।

গ) কর্মরত শ্রমিকদের অকুপেশনাল হেলথ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক- গ তে বর্ণিত বিষয়সমূহ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৬. **বড় ভূইয়া টাওয়ার (সদ্য সমাপ্ত বারো তলা আবাসিক ভবন), জিন্দাবাজর, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইইতে প্রদত্ত তথ্য, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সুপারিশ এবং ২৫৭ তম সভার প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তার ব্যাখ্যা সভায় পর্যালোচনা কর হয় । পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সদসমাপ্ত বহুতল ভবনটির সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা মাত্র ১২ ফুট। কিন্তু মহানগরী পরিবেশ বিষয়ক সমম্বিত নীতিমালা অনুযায়ী আলোচ্য ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তার প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ৩০ ফুট থাকতে হবে বিধায় আালোচ্য ১২-তলা ভবনের অনুকূলে

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার অবকাশ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে উদ্যোক্তাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৭. **কালুরঘাটস্থ কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে আড়া আড়ি ভাবে (Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতিতে উচ্চচাপ বিশিষ্ট পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিঃ, চাপা পুর, কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাইপ লাইন নির্মাণ) ঃ চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রেরিত বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিঃ এর **কালুরঘাটস্থ কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে আড়া আড়ি ভাবে (Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতিতে উচ্চচাপ বিশিষ্ট পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের** দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। পর্যালোচনান্তে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক এ ধরনের প্রকল্পের জন্য প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় হতে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

০১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল।
০২। প্রস্তাবিত ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) সহ প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (আইইই)।
০৩। প্রকল্প এলাকার সাধারণ ম্যাপ, দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান।

চ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প, কপালেশ্বর, কাপাসিয়া, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদনটি ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। কমিটি দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে এবং অধিকতর Understanding এর জন্য প্রতিবেদনটির উপর উদ্যোক্তা কর্তৃক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **ড্যাজলিং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, প্লট-৩৭৯,৩৮০, গোদনাইল, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৪৮ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে প্রকল্পেটির অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিম্নোল্লিখিত তথ্যাবলী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক) যে ড্রেনেজ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হবে তার স্ট্রাকচারাল ডিজাইন (এলিভেশনসহ)।
খ) যে বিদ্যমান ড্রেনে পরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য প্রেরণ করা হবে তার Capacity কত সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য।
গ) কারখানার ড্রেনেজ পাইপ লাইনের মাধ্যমে কি পরিমাণ পরিশোধিত তরল বর্জ্য (সম্ভাব্য) বিদ্যমান ড্রেনে প্রেরণ করা হবে এবং এর ফলে বিদ্যমান ড্রেনের Capacity এর কি তারতম্য ঘটবে।
ঘ) কারখানার ড্রেনেজ পাইপ লাইন যে সমস্ত জায়গার উপর দিয়ে যাবে সে সকল ব্যক্তি/সংস্থার অনাপত্তিপত্র।

ক-ঘ তে বর্ণিত কমিটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **হোটেল বে-প্যারাডাইস লিঃ, প্লট-৩৯, হোটেল-মোটেল জোন, রোড-২, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পর্যটন হোটেল নির্মাণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে প্রকল্পটির প্রস্তাবিত অবস্থান কক্সবাজার ইসিএ এলাকায় হওয়ায় বিষয়টির উপর কোস্টাল এন্ড বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের নিকট হতে মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩. **তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়), কোটালী পাড়া, টুঙ্গী পাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ)ঃ ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রেরিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর **তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্পের** দাখিলকৃত আবেদনপত্রটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক এ ধরনের প্রকল্পের জন্য প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় হতে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

০১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল।

০২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ওয়ার্ড কমিশনার/চেয়ারম্যান)।

০৩। প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (আইইই)।

০৪। প্রকল্প এলাকার সাধারণ ম্যাপ, দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান।

০৫। পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি:

মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবরে নির্ধারিত পরিমান* অর্থ কোড নং | ১ | ৪৫৪১ | ০০০০ | ২৬৮১ | তে চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে মূল কপি আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

*বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান	ছাড়পত্র ফি (টাকা)	নবায়ন ফি
০১ (এক) লক্ষ হতে ০৫ (পাঁচ) লক্ষের মধ্যে	১৫০০/-	৩৭৫/-
০৫ (পাঁচ) লক্ষ হতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩,০০০/-	৭৫০/-
১০ (দশ) লক্ষ হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	৫,০০০/-	১,২৫০/-
৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ হতে ০১ (এক) কোটির মধ্যে	১০,০০০/-	২,৫০০/-
০১ (এক) কোটি হতে ২০ (বিশ) কোটির মধ্যে	২৫,০০০/-	৬,২৫০/-
২০ (বিশ) কোটি হতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৫০,০০০/-	১২,৫০০/-
৫০ (পঞ্চাশ) কোটির উর্দ্ধে	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-

৪. **এ এম এ জিপার কোং লিঃ, সাং-গাজীপুর, ডাকঃ বি ও এফ, থানাঃ জয়দেবপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জিপার ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অঙ্গীকারনামা, ইটিপির ডিজাইন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে, কারখানা থেকে প্রতিদিন ইটিপির মাধ্যমে নির্গত দশ হাজার লিটার পরিশোধিত তরল বর্জ্য রিজার্ভারে সংরক্ষণের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ায়, কারাখানায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এবং কারখানার চতুপার্শ্বে বনভূমি বিদ্যমান থাকায় প্রস্তাবিত অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে বন অধিদপ্তরের মতামতের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫. **পূর্বাচল বেস্টওয়ে সিটি, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৬৩ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে প্রকল্পের দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য নথিটি ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সদস্য জনাব ড. মুঃ সোহরাব আলি, উপ-পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) কর্তৃক রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

৬. **প্রবাসী পল্লী (ইন্সপায়ার্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ, নারায়নকুল, খিলগাও, সমরসিং ও পুবাইল এলাকা, সদর থানা, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৬৩ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে প্রকল্পের দাখিলকৃত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য নথিটি ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সদস্য জনাব ড. মুঃ সোহরাব আলি, উপ-পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) কর্তৃক রিভিউ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

৭. **এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, ২০/এ এম এম আলী রোড, দামপাড়া, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, কাগজপত্রাদি, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং ২৬৪তম সভায় উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

জ) **বিবিধ সিদ্ধান্ত ঃ** বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর থেকে সুপারিশসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য প্রেরিত আবেদনপত্রসমূহ পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনার সময় প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায় যে, বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত Checklist যথাযথভাবে পূরণ করা হয় না এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র-ও পুরোপুরি যাচাই করা হয় না। এছাড়া, অনেক সময় বিভাগীয় দপ্তরসমূহ তাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ/মতামত ছাড়াই শিল্পপ্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের আবেদন সদর দপ্তরে প্রেরণ করেন। ফলশ্রুতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সভায় ঐ সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় Query করা হয়। এতে করে একদিকে যেমন অবস্থান/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে অন্যদিকে তেমন অধিদপ্তরের ভাবমূর্তিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। এ প্রেক্ষিতে, এখন থেকে প্রত্যেক বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রেরিত প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কাগজপত্র সঠিকভাবে যাচাই, Checklist যথাযথভাবে পূরণ এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ/মতামত সন্নিবেশিত করে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

(সৈয়দ নজমুল আহসান) **সদস্য-সচিব**	**(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)** **কো-অপট্ সদস্য**	**(ড. মুঃ সোহরাব আলি)** **সদস্য**	**(মোঃ জিয়াউল হক)** **সদস্য**
(মির্জা শওকত আলী) **সদস্য**	**(বে.উ.হা. মোসা. আখতারুজ্জাহান)** **সদস্য**	**(মাহমুদ হাসান খান)** **সদস্য**	**(মোঃ শাহ্জাহান)** **আহবায়ক**